CZM দূর হঠাও

সমুদ্রতট অঞ্চলের পরিবেশ ও মৎস্যজীবী রক্ষায় আইন প্রণয়ন কর।

সুসংহত আইন প্রণয়ন সাপেক্ষে CRZ চালু রাখো।

ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলের লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী, অসংখ্য বিদ্বজ্জন, সামাজিক সংগঠন ও পরিবেশ কর্মীদের যাবতীয় আশঙ্কা ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রক ১৯৯১ সালের কোস্টাল রেগুলেশন জোন (CRZ) নোটিফিকেশন অর্থাৎ তটাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন এক কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (CZM) বিজ্ঞপ্তি জারি করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবনবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আমাদের তটাঞ্চল ক্রমবর্দ্ধমান ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের শিকার হয়ে উঠেছে। প্রধানতঃ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ১৯ বার সংশোধন করার পর ১৯৯১-এর CRZ বিজ্ঞপ্তিটিকে এখন একেবারে বাতিল করে তার জায়গায় নতুন একটি CZM বিজ্ঞপ্তি জারি করাটা আসলে সমুদ্রোপকূল অঞ্চলের অধিকতর বাণিজ্যকরণের নগ্ন প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রস্তাবিত নতুন বিজ্ঞপ্তিতে সমুদ্রোপকূলের আঞ্চলিক বিভাজন বিশেষ করে কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট জোন-২ (CMZ-II) করার উদ্দেশ্য — উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে SEZ , বন্দর, পর্যটন কেন্দ্র প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের পথ অবাধ ও উন্মুক্ত করে দেওয়া। এই উদ্যোগে মৎস্যজীবীদেরকে তাদের বংশানুক্রমিক বাসস্থান এবং চিরায়ত কর্মস্থল থেকে উৎখাত করার পথও পরিষ্কার হতে চলেছে। স্বামীনাথন কমিটিও তাদের সুপারিশে ১৯৯১-এর CRZ বিজ্ঞপ্তিতে স্বীকৃত মৎস্যজীবীদের "চিরাচরিত ও প্রথাগত অধিকার" জলাঞ্জলি দিয়েছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তিটির ফলে ১৯৯১ সাল থেকে প্রধানতঃ বাণিজ্যিক স্বার্থে সংঘটিত SEZ লঙ্ঘনের সমস্ত ঘটনা পুরোপুরি মাপ করে দেওয়ার সমূহ সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে এটাও হবে CRZ বিজ্ঞপ্তির নগ্ন লঙ্ঘনকারীদেরকে দেওয়া আরেকটি উপহার।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বেঁচে থাকা উপকূলীয় পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে তাদের উপকূলীয় বাসস্থলের রক্ষণ এবং উপকূলীয় ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ ভীষণভাবে প্রয়োজন। তাই উপকূলীয় বাসস্থল ও সম্পদ রক্ষায় মৎস্যজীবীরা বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে।

অথচ একদিকে যেমন উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিকে CMZ-II বলে ঘোষণা করে ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের স্বার্থে বলি দেওয়া হচ্ছে, আরেকদিকে তেমন নতুন CMZ-I বলে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত অঞ্চলগুলিতে মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকা থেকে উৎখাত করা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রক বিভিন্ন স্থানে মেরিন পার্ক জাতীয় সামুদ্রিক সংরক্ষিত অঞ্চলগুলিতে যেভাবে মৎস্যজীবীদের বহিষ্করণের নীতি নিয়ে চলেছে তাতে এই আশঙ্কা বাস্তব হয়ে উঠেছে।

উপকূল অঞ্চলের পরিমাপ সমুদ্রোপকূল থেকে ২২ কি.মি. তথা রাজ্য জলসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করার প্রস্তাব মৎস্যজীবীদের জীবিকার ওপর দারুন প্রভাব ফেলবে অথচ নয়া বিজ্ঞপ্তিটির খসড়ায় এটি কোথাও স্পষ্ট করে বলা নেই যে, এই জলসীমার ব্যবস্থাপনায় (যার মধ্যে CMZ-I এলাকাগুলিও রয়েছে) মৎস্যজীবীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকবে এবং সেখানে তাদের মাছ ধরার অধিকার রক্ষিত হবে।

প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তিটি এইভাবে সমুদ্রোপকূলের বাস্তুতন্ত্র এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকার পক্ষে ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে —

১। কনভেনশন অব বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি (CBD)-র 10(C) ধারা নির্দেশ করে "জৈব সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেঁকসই ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সংস্কৃতিগত চিরাচরিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারী প্রথাগত ব্যবহারকে রক্ষা করতে ও উৎসাহ দিতে হবে।"

২। রামসর সিদ্ধান্ত VIII.4 -এ সংযোজিত "উপকূল অঞ্চলের সুসংহত ব্যবস্থাপনায় জলাভূমি সংক্রান্ত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্তির নীতি নির্দেশ"-এর ৫নং নীতির ৩৮নং অনুচ্ছেদ বলে "যেখানে যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির অথবা ভূমিপুত্রদের উপকূল অঞ্চলের প্রথাগত অধিকার বা দখলীসত্ব রয়েছে সেখানে তাদের উপকূল অঞ্চলের সুসংহত ব্যবস্থাপনায় (ICZM-এ) অংশগ্রহণ একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ১৯৯৫ এ রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) গৃহীত দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্র সংক্রান্ত আচরণবিধি নির্দেশ করে ঃ "উপকূল অঞ্চলের নানাধরণের ব্যবহারের নিরিখে রাষ্ট্রসংঘকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মৎস্যক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের এবং মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীগুলির সাথে আলোচনা সুনিশ্চিত করতে হবে। উপকূল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার অন্যান্য কাজে তাদের যুক্ত করা ও নিশ্চিত করতে হবে।"

যেহেতু ভারতবর্ষ উপরোক্ত সবকটি আন্তর্জাতিক দলিল অনুমোদন করেছে তাই উপকূল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যেকোনও আইনি বিধান এগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যিক।

আমরা তাই নতুন আইন তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ১৯৯১-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে বদলানোর সমস্ত প্রচেষ্টা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছি এবং সেই সঙ্গে দাবি করছি ঃ—

১। মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষিত করবে — এমন একটি সুসংহত আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত ১৯৯১-এর CRZ বিজ্ঞপ্তিটিকে অসংশোধিত অবস্থায় চালু রেখে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

২। ১৯৯১-এর CRZ বিজ্ঞপ্তির লঙ্ঘনকারীদের জরুরি ভিত্তিতে চরম শাস্তি দিতে হবে। এনভারনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে।

৩। সুসংহত আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত ১৯৯১-এর CRZ বিজ্ঞপ্তিটিকে বদলাবার সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ রাখতে হবে।

৪। গণ-আলোচনার, বিশেষ করে মৎস্যজীবী ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে উপকূলীয় পরিবেশ এবং জনগোষ্ঠীসমূহের জীবিকা রক্ষার্থে একটি সুসংহত আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে —

ক) উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষিত হবে।

খ) উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল প্রথাগত ও টেঁকসই চিরাচরিত জীবিকা রক্ষিত হবে।

গ) জনগোষ্ঠী ভিত্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত হবে।

৫। সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র জনগণনা-২০০৫ দ্বারা চিহ্নিত উপকূলভাগে অবস্থিত ৩,০০০-এর মতো সামুদ্রিক মৎস্যজীবী গ্রামগুলির বাস্তু এবং অন্যান্য প্রথাগত ব্যবহারের আইনি স্বীকৃতি ও বন্দোবস্ত দিতে হবে।

৬। নতুন আইন প্রণয়নের সময় উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চিরাচরিতভাবে নির্ভরশীল অন্যান্য জনগোষ্ঠীর স্বার্থও বিবেচনা করতে হবে।

উপরোক্ত দাবিতে আগামী ৯ই আগষ্ট সমস্ত উপকূল অঞ্চলে গণপ্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য মৎস্যজীবী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, পরিবেশকর্মী সহ সকলের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

দক্ষিণবঙ্গ মৎসজীবী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত
এবং কাঁথি মহকুমা ঘটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতি কর্তৃক প্রচারিত

২০/৪ শীল লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৫ থেকে প্রকাশিত এবং আরডি প্রিন্টার্স, ১৮০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২ দ্বারা মুদ্রিত।